বৈশেষিক সম্মত কর্ম পদার্থ

বৈশেষিকগণ যে সকল পদার্থের জাতি স্বীকার করেন তাদের মধ্যে কর্ম আকটি অন্যতম ভাব পদার্থ। তাঁদের স্বীকৃত গুণ পদার্থের ন্যায় কর্মও দ্রব্যাশ্রিত অর্থৎ দ্রব্যই হল কর্ম বা ক্রিয়ার আশ্রয়। দ্রব্যে কর্ম সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে। যদিও কর্ম পদার্থ দ্রব্যাশ্রিত তাহলেও তা দ্রব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, কর্ম স্বতন্ত্রভাবে বা আলাদাভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়। তাই তাঁরা কর্মের স্বসন্ত্র সত্তা বা অস্তত্ব স্বীকার করেন।

তাঁদের কর্মকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকারের কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, বৈশেষিকগণ পরিবর্তনহীনতাকে বা স্থিরতাকে সত্তার একটি সম্ভাব্য ধর্ম বলে স্বীকার করেন। আর এদিক থেকে তাঁদের মত সাংখ্য মত থেকে ভিন্ন। কারণ, সাংখ্যমতে জগতে পরিবর্তনহীন বা স্থির বলে কোন বস্তু নাই। বৈশেষিক মতে, বিভু বা সর্বব্যাপক দ্রব্য যেমন আকাশ, কাল, দিক প্রভৃতি দ্রব্য পরিবর্তনহীন। কারণ তাঁরা কেবলমাত্র বস্তুর স্থান পরিবর্তন (পরিস্পন্দ) স্বীকার করেন, কিন্তু আকারগত পরিবর্তন(পরিণাম) স্বীকার করেন না। পারমাণবিক নিত্য দ্রব্য বা মূর্ত অনিত্য দ্রব্য - ক্রিয়াশীল হতে পারে আবার নাও পারে।

এবার সময় হয়েছে বৈশেষিক স্বীকৃত কর্ম পদার্থের স্বরূপকে জেনে নেওয়ার। নব্য নৈয়ায়িক তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'সংযোগভিন্নত্বে সতি সংযোগ অসমবায়িকারনং কর্ম' অর্থাৎ যে পদার্থটি সংযোগের অসমবায়িকারণ, কিন্তু নিজে সংযোগ নয়, তাই কর্ম। যেমন হাতের সঙ্গে কুঠারের যে সংযোগ, তার সমবায়ি কারণ হাত ও কুঠার। আমরা জানি সংযোগ একটি গুণ পদার্থ এবং যে-দুটি দ্রব্যের সংযোগ হয়, সংযোগ গুণ-রূপে দুটি দ্রব্যেই সমবেত হয়ে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থেকে উৎপন্ন হয়। তাই বলা যায়, সংযোগী দুটি দ্রব্যই ঐ সংযোগের সমবায়ি কারণ। আবার এই সংযোগ উৎপন্ন হয় হাতের ক্রিয়া দ্বারা। এই ক্রিয়া হচ্ছে ঐ সংযোগের অসমবায়িকারণ। হাতের ক্রিয়া হাতে সমবেত হয়ে উৎপন্ন হয়। আবার, ঐ হাতে হাত ও কুঠারের সংযোগও আছে সমবায় সম্বন্ধে। কাজে-কাজেই হাতের ক্রিয়া হাত ও কুঠারের সংযোগের অসমবায়ি কারণ।

কিন্তু সংযোগের অসমবায়ি কারণ মাত্রই যে ক্রিয়া বা কর্ম হয়, তা কিন্তু নয়। সংযোগও অনেক সময় সংযোগের অসমবায়ি কারণ হয়। হাতের সাথে কুঠারের সংযোগের ফলে, দেহের সঙ্গেও কুঠারের সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথমে কুঠারটি হাতের সাথে সংযুক্ত হয়, পরে শরীর সংযুক্ত হয়। প্রথম সংযোগটি দ্বিতীয় সংযোগের অসমবায়িকারণ হয়ে দ্বিতীয় সংযোগটি উৎপন্ন করে। কাজেই সংযোগও কোন কোন ক্ষেত্রে সংযোগের অসমবায়ি কারণ হয়। তাই কর্মের লক্ষণে বলা হয়েছে যা সংযোগ ভিন্ন অথচ সংযোগের অসমবায়িকারণ, তাই কর্ম।

এছাড়া মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থে কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘একদ্রব্যমাগুণং সংযোগবিভাগেস্বনপেক্ষ কারণমিতি কর্মলক্ষণম্’ অর্থাৎ যা একৈক দ্রব্য মাত্র বৃত্তি, গুণশূন্য এবং যা সংযোগ ও বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ কারণ, অর্থাৎ কোন ভাব পদার্থকে অপেক্ষা না করেই সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয়, তাই কর্ম। কর্ম গুণ থেকে ভিন্ন। গুণ কিন্তু সংযোগ বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ কারণ হয় না। কর্ম কিন্তু হয়।

কিন্তু কর্মের উক্ত দুটি লক্ষণই কর্মের লঘু লক্ষণ নয়। কারণ, লক্ষণ দুটিতে সংযোগের ধারণা, সংযোগ-ভেদের ধারণা, অসমবায়িকারণের ধারণা ইত্যাদি নানা ধারণাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাই কর্মের লঘু লক্ষণটি হল, 'কর্মত্ববত্ত্বম্ কর্মত্বম্' অর্থাৎ যে পদার্থটি কর্মত্ব জাতি বিশিষ্ট, তাই কর্ম। এই লক্ষণটি সকল কর্ম পদার্থেই প্রযোজ্য। 'চলছে' বা 'চলমান' বলে আমাদের যে অনুগত প্রতীতি হয়, তার কারণরূপে কর্মত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। গতিমান কুকুর, গতিমান সাইকেল, গতিমান উড়োজাহাজ, গতিমান জল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কুকুর, সাইকেল, উড়োজাহাজ, জল প্রভৃতির গতির অনুগত কারণরূপে যে অনুগত ধর্মকে স্বীকার করা হয়, তাই কর্মত্ব জাতি। তাই বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যা কর্মত্ব জাতিমান্ তাই কর্ম।

বৈশেষিক মতে, এই কর্ম পাঁচ প্রকার। যথা উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। কর্মগুলির বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে করা গেল।

উৎক্ষেপণ ঃ- যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের ঊর্দ্ধদেশের সঙ্গে সংযোগ হয়, সেই ক্রিয়া বা কর্মকে বলে উৎক্ষেপণ। যেমন, একটি ঢিলকে ওপরের দিকে ছুঁড়লে ঢিলটিতে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা ঢিলটির সাথে তার ঊর্দ্ধদেশে সংযোগ ঘটল। উৎক্ষেপণ নামক ক্রিয়ার জন্য ঢিলটির সাথে ঊর্দ্ধদেশে সংযোগ ঘটে।

অবক্ষেপণ ঃ- যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় যে দ্রব্য, তার অধোদেশে সংযুক্তি ঘটে, তাকে অবক্ষেপণ বলে। যেমন একটি বলকে উপর থেকে গড়িয়ে দিলে ঐ বলের যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা বলটির অধোদেশের সাথে সংযুক্তি ঘটে। বলটির এই ক্রিয়াই হচ্ছে অবক্ষেপণ।

আকুঞ্চন ঃ- যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের যা অধিক দেশবিস্তৃত, তার অবয়ব ক্ষয় না করে অল্পদেশেবিস্তৃতি ঘটে, তাকে আকুঞ্চন বলে। যেমন গাছের একটি শাখাকে টেনে ধরলে তা আকুঞ্চিত হয়।

প্রসারণ ঃ- আকুঞ্চনের ঠিক বিপরীত হল প্রসারণ। যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের যা অল্পদেশেবিস্তৃত, তার অবয়বের বৃদ্ধি না ঘটিয়ে, দ্রব্যটির অধিক দেশবিস্তৃতি ঘটে, সেই ক্রিয়ার নাম প্রসারণ। যেমন, গাছের আকুঞ্চিত শাখাটিকে ছেড়ে দিলে তা প্রসারিত হয়।

গমন ঃ- যে ক্রিয়ার দ্বারা তার আশ্রয় দ্রব্যটির অনিয়ত দেশের সঙ্গে সংযোগ ঘটে, তাকে গমন বলে। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগগমন ইত্যাদি গমন নামক ক্রিয়ার অন্তর্গত। কুম্ভকারের চক্রের ঘুর্ণন, মাথার ওপর বিদ্যুৎচালিত পাখার ঘুর্ণন ইত্যাদি ভ্রমণ ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। ভেতরের তরল পদার্থের বাহিরে নিঃসৃত হওয়াকে রেচন বলে। যেমন পিচকারী থেকে জলের নিঃসরণ। স্যন্দনের অর্থ হল তরল দ্রব্যের প্রবহন। যেমন জলের ক্ষরণ। প্রদীপ যে ওপরে শিখা বিস্তার করে তাকে ঊর্দ্ধজ্বলন বলে। আঁকাবাঁকা গতিকে তির্যগ গমন বলে। যেমন সাপের গতি, বিদ্যুতের গতি ইত্যাদি।

কর্ম চারক্ষণ থাকে; পঞ্চম ক্ষণে বিনষ্ট হয়। মূর্ত দ্রব্য অর্থাৎ সীমিত পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্যেই কর্ম থাকে। বিভু দ্রব্যে কর্ম থাকেনা। কর্মের সাথে ঐ কর্মের আধার যে দ্রব্য, তার সমবায় সম্বন্ধ। কর্ম দ্রব্যে সমবেত হয়েই উৎপন্ন হয়। আশ্রয় দ্রব্যই আশ্রিত কর্মের সমবায়িকারণ। বেগ নামক গুণ অসমবায়িকারণ।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ